দৈনিক ইনকিলাব

009

তারিখ 07 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

ডিগ্রী পরীক্ষা প্রসঙ্গে

চলতি বছরের ডিগ্রী পরীক্ষা শুরুর পূর্ব থেকে আজ অবধি বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে স্থগিত পরীক্ষাগুলো শেষ করার জন্য অনেক লেখালেখি হচ্ছে। স্থগিত পরীক্ষাগুলো শেষ হবে এটা প্রায় নিশ্চিত সত্য, তবে কবে নাগাদ তা সম্ভব তা নিয়েই এবারের ভাবনা। কেউ লিখেছেন, ঢাকা শহর ছাড়া মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ঢালাও নকলের সংবাদ পেয়েছেন, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, মফস্বলের সকল কেন্দ্রই কি নকলের দায়ে অভিযুক্ত? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই জানেন, নকলের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে মফস্বলের কোন্ এলাকা খ্যাতি অর্জন করেছে এবং সেখানে কারা পরীক্ষা দিচ্ছেন। সুতরাং মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী লোকের অপকর্মের দায় বহন করবে কোন যুক্তিতে?

বলা হয়েছে, ১০ নভেম্বরের পরে যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তা যেন পুনরায় নতুন করে নেয়া হয়। কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ, যে উদ্দেশ্য এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনার আলোকে ঢাকা শহরতলী অথবা নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহ বাদে অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে তা যেন নতুন করে আবার বদল করা না হয়। আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, আর্থিক সঙ্গতি বড় বেশী সীমিত, মানসিকতা স্পর্শকাতর— আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় অনেক বেশী অসহায়। এমতাবস্থায় যা একবার শেষ করেছি বলে মনে করছি তা যদি আবার নতু করে শুরু করতে হয় তাহলে এর ফল যে আমাদেরকে বর্তমান হতাশা থেকে কোন সে মহা অলক্ষীর জগতে নিয়ে যাবে তা ভাবার মতো শক্তিও আমাদের ফুরিয়ে গেছে।

—দেওয়ান মোঃ আকতারুজ্জামান সেলিম

গণশিক্ষা চালু হোক

বিষয়ের বিশেষ গুরুত্বের তাগিদে আবারও বলছি দেশের পাহাড়-পরিমাণ নিরক্ষরতা দূর করতে হলে এ বিষয়ে সকলেরই চিন্তা-ভাবনা ও সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। অস্থায়ী ইহকাল ও চিরস্থায়ী পরকালের জীবন-সম্বল অর্জনের সুপথ চিনতে হলেও দেশের ছোট-বড় প্রত্যেক আদম-সন্তানের নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার সাথে অন্ততঃ সহজে বুঝার উপযোগী মাতৃভাষা শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ মাতৃভাষার সাহায্যে সব ভাষার অনুবাদিত বিষয়বস্তু বুঝা সহজ। দেশে কমপক্ষে বারআনী লোক নিরক্ষর। অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাদ দিলেও দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৬/৭ কোটির কম হবে না। অজ্ঞতার দরুন তারা অলক্ষ্যে সমাজ ও দেশকে পদে পদে অবনতির দিকে ঠেলছে। সারাদেশে এভাবে মূর্খতার দাপট বৃদ্ধি পেতে থাকলে দেশের সামাজিক জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে দেশ সভ্য লোকের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ত দেশের সঙ্কট নিরসনের ব্যাপারে স্বঘোষিত বা অঘোষিত কোন বুদ্ধিজীবীর জ্ঞান বুদ্ধিতে কুলাবে কি-না সন্দেহ। পিত্তকোষে বড় আকারে পাথর জমলে রোগীর যেরূপ অস্বস্তিকর অবস্থা হয়, দেশব্যাপী অধিক মাত্রায় নিরক্ষরতার অবস্থানও জাতির পক্ষে সেরূপ বেদনাদায়ক। আমাদের আশেপাশের অনেক দেশই এ রোগ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাহিরের অজ্ঞতার অন্ধকার ও দূরভিসন্ধি ঠেকাতে হলেও দেশের ভিতরে সর্বস্তরে জ্ঞানালোক বিস্তার করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। ত বয়স্ক শিক্ষা ব গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা সকল সক্ষম নাগরিকের অতি জরুরী কর্তব্য।

দুঃখের বিষয় অতীতে বহু শতাব্দী যাবত পুরুষানুক্রমে প্রচলিত পরাধীনতার কুপ্রভাব আমাদের মন-মস্তিষ্ক, রক্ত ও অস্থিমজ্জার সাথে মিশে যাওয়ায় বর্তমানে অসংখ্য মূর্খলোক তো দূরের কথা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যেও অনেকের মনে খাঁটি মনুষ্যত্ব ও দেশাত্ববোধের সৎ স্বভাব স্থান লাভের সুযোগ পাচ্ছে না। তাই শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেকেই অহরহ নানা অপকর্মে লিপ্ত। এর একমাত্র প্রতিকার দেশের ষোল আনা লোকের মধ্যে ষড়রিপুবিবর্জিত প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকনির্দেশনাসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তার করা। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যত্বের রূপরেখা বিবর্জিত জড়বাদী শিক্ষা মূর্খতার চেয়েও অধিক অনিষ্টকর। দেশে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিস্তারের পথে সর্ব প্রকার প্রতিকূলতার প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তে হলেও দেশের আপামর জনসাধারণকে নিদেনপক্ষে মানবিক গুণাবলী ও দেশাত্ববোধসহ নিজেদের ন্যায়-অন্যায় বুঝার উপযোগী গণশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আসুন আমরা সকলে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে অবস্থান করে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত এবং সাধ্যমত প্রচারাভিযান চালিয়ে এ বিষয়ে প্রবল জনমত গড়ে তুলি।

—কাউটার সিরাজউদ্দীন আহমাদ